বস্ত্রহীন ও গৃহহীনের সোনার বাংলা

ফরিদুল ইসলাম নির্জন

ঈদ মানে আনন্দ। ঈদ মানে খুশি। এই আনন্দ ও খুশির মধ্যে রুদ্রর কেমন যেন এক হৃদয় বিজড়িত স্মৃতি মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে তা আপনাদের বিস্তারিত জানাচ্ছি। রুদ্র ঘুমিয়ে আছে, তার মোবাইলটা বেজে উঠল। তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর কে কল করেছে দেখতে দেখতেই লাইনটা কেটে গেল। আবার মোবাইল বেজে উঠল আল-আমিন স্যার এই সময় কল করেছে। যাই হোক রুদ্র মোবাইল ধরতে ওপাশ থেকে স্যার বললেন রুদ্র 'তুমি আজ অথবা কাল আমার সাথে দেখা করবে।' রুদ্র বলল 'জ্বি স্যার' বলে রেখে দিল। পরদিন রুদ্র স্যারের বাসায় গেল। স্যার রুদ্রকে বলল, সামনে রোজার ঈদ আমি যাকাত দিব কিন্তু প্রত্যেকবার যে তালিকা তৈরী করা হয় বা যাকে দেয়া হয় সে যে লিষ্ট করে আমার তা মনের মত হয় না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এবার কাজটা তোমাকে দিয়ে করব। তোমার কোন সমস্যা আছে? বল্লাম 'না স্যার।' তাহলে তোমার কাজটা শুরু কর। তুমি যাদের লিষ্ট করবে তারা যেন বিধবা,পঙ্গু, বা একদম অভাবি জাতীয় ব্যক্তি হয়। যাহোক আমি চলে গেলাম আমার গ্রামের বাড়ী উল্লপাড়ায় সেখানে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বাছাই করে ২৫০ জনের মত লোকের নামের তালিকা তৈরী করলাম। তারপরও যেন মনের অতৃপ্তি থেকেই যায়।

তারপর ডাক্তার দিলীপ কুমার আমাকে এক গ্রামের ঠিকানা দিলেন। যে গ্রামটি ছিল খুবই অভাবী পরিবারের ।প্রত্যেক বাড়ী ঘর যেন কাগজ দিয়ে বানানো। তাদের থেকেও বাছাই করে মোট ৩৫০ জনের মত হল। সবার নাম ঠিকানা ও তাদের পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি সর্ম্পকে স্যারকে দেখালাম। স্যার আমার চেষ্টা ও প্রক্রিয়া দেখে খুশি হলেন। তিনি বললেন ২৯ই রমজান সবাইকে আমার ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে আসতে বলবে। আমি নামের সাথে সিরিয়াল মিল করে সবাইকে আসতে বললাম। যার যার সিরিয়াল সে ব্যতিত আসলে যাকাতের কাপড় বা লুঙ্গি দেয়া হবে না। যাই হোক ঠিক সময়মত স্যার তার ভাইয়ের বাড়ীতে আসল। সবাইকে লাইনে দাঁড় করানো অবস্থায় সিরিয়াল অনুযায়ী ডেকে কাপড় দেওয়া শুরু করল। স্যার একটা মহিলাকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা করল আপনার স্বামী কি করেন? তখন জবাবে তিনি বলেন আমার স্বামী নাই আমি বৃদ্ধা আমার ওই ছোট কুড়ে ঘর কারো চোখে পড়ে না। আমার শখ ছিল আল্লাহ তুমি এই ঈদে একটা নতুন কাপড় পড়াইও আল্লাহ মনে হয় নিজে ফেরেশতা হিসাবে রুদ্র বাবাজিকে পাঠিয়ে লিষ্টে নাম জুড়েছে। শুনে স্যারের চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। এর মধ্যে আবার একটা লোক বার বার বিরক্তি করছিল। তাহল তার স্ত্রীর নামে নাকি অন্য কেউ মিথ্যাভাবে কাপড় চাইছে। আমি তাকে

সরিয়ে দিলাম। সে কিছুক্ষন পর আবার আসছে। আমি তাকে বললাম আপনি সরে যান আপনাকে সবার শেষে বিবেচনা করা হবে। পরবর্তীতে সবাইকে কাপড় লুঙ্গি লাচ্ছা সেমাই বিলি করতে করতে তাও যেন অনেক লোক বাকি রয়ে গেছে। স্যারের কাছে যা টাকা ছিল বাড়তি লোকদের দিয়ে দেওয়া হল। তার পর আবার পুনরায় ঐ লোকটা আসে। তাকে তখন আমি বললাম আপনাকে আগেই বলছি নামের তালিকা অনুযায়ী তাকে টোকেন ছাড়া কোন সাহায্য দেওয়া হবে না। আপনি ১০০ টাকা নিন। তখন সেই লোকটা ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলো। আমি তখন বললাম আপনি কাঁদছেন কেন? তখন সেই লোকটা বলল বাবা আমার বউয়ের কাপড় খুবই ছেড়া। আমার স্ত্রীর কাপড় এত ছেঁড়া যে তা পরে বাইর হওয়ার মত নয়, তাই তাকে আমি এখানে সাহায্য সংগ্রহের জন্যে সাথে আনতে পারিনি। আমি নিজেই এসেছি। আমার জামা যদিও ছেড়া তবে সমস্যা নাই যেহেতু আমি পুরুষ কিন্তু আমার বউ আসবে কেমন করে। তখন নিজেকে আমার বড় অপরাধী মনে হলো। আমি যেন সইতে পারলাম না। অশ্রু যেন থামাতে পারলাম না। পাশে দাঁড়ানো স্যারও তার অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। বিষয়টি কতটুকু সত্য তা প্রত্যক্ষ দেখার জন্য স্যার আমাকে নিয়ে সেই লোকটার বাড়ীতে গেল। তার বউ একটি জরাজীর্ন ছেঁড়া কাঁথা পরে আমাদের সামনে আসল যা দেখে আমাদের সকলের চোখ লজ্জায়বনত হলো। তাদের আশে পাশের বাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ। যা লিখে বোঝানে যাবে না। তারপর স্যার আমাকে সঙ্গে নিয়ে বগুড়া আসেন এবং কাপড় লুঙ্গি লাচ্চা সেমাই কিনে দিলেন। সকল বাজার সদাই করে আমার বাড়ী ফিরতে রাত ১২টা বেজে গিয়েছিল। গৃহশূন্য মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে যাকাত দিতে পারায় আমার মন হয়ে উঠেছিল এক অন্যরকম আনন্দের। আমার হৃদয় এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছিল। পরিশেষে আমি দেশের বিত্তবান লোকদের কাছে আবেদন করেছি এবং অনুরোধ করেছি যেন তারাও দুঃখি-দরীদ্রদের পাশে এসে দাঁড়ান। আমাদের দেশে কতই না হতদরীদ্র ও গৃহশূন্য মানুষ আছে। এদেরকে আমার দয়াবাদন স্যারের মতো সামান্য ভালবাসা হলেও দিন। আপনার সামান্য ভালবাসা ও সাহায্যে হয়তবা একটু হলেও আনন্দে ঈদটা কাটাতে পারে ওরা। ওদেরকে একটু হাসি ফোটানো হয়তো স্রষ্ট্রার কাছে মহা মূল্যবান হতে পারে।

ফরিদুল ইসলাম নির্জন, সরকারী আ. হক কলেজ, বগুড়া
সেলফোনঃ ০১৭১৯ ৪৬১ ৩৫৫